গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

বিষয়: ব্লু ইকোনমি বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব ড. আহমদ কায়কাউস প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব
সভার তারিখ ও সময়	:	১৩ ডিসেম্বর ২০২০ বিকাল: ৩.০০ টা
সভার মাধ্যম	:	জুম অ্যাপস

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি শুরুতে গত সভার কার্যবিবরণীর উপর সকলের মতামত আহবান করেন। সে প্রেক্ষিতে সচিব পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সভাকে জানান Climate Change বিষয়ক Rio Convention এ Marine Protected Area (MPA) হিসেবে সংরক্ষণ এর বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য হচ্ছে ১০ ভাগ। কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় সমুদ্র ও সমুদ্র উপকূলের নির্ধারিত এলাকায় MPA এর জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা ৫ ভাগ। সচিব মেরিটাইমস এ্যাফেয়ার্স ইউনিট জানান ১৯৯২ সালে Rio Convention এ ১০ ভাগ এলাকাকে সংরক্ষণের জন্য উল্লেখ রয়েছে এবং বাংলাদেশ উক্ত কনভেনশনের অনুসমর্থনকারী একটি দেশ। সে প্রেক্ষিতে MPA এলাকার লক্ষ্যমাত্রা ১০ ভাগ হওয়া সমীচীন। এ বিষয়ে আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়।

২. এ পর্যায়ে সভাপতির অনুমিতক্রমে ব্লু ইকোনমি সেলের প্রতিনিধি গত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনাকালে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জানান ইতোমধ্যে ২০১৯ সালে ৩,১৮৮ বর্গ কি:মি: এলাকাকে (নিঝুম দ্বীপ), ২০২০ সালে আরও ৬৯৮ বর্গ কি:মি: এলাকাকে Marine Protected Area (MPA) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে MPA হিসেবে সংরক্ষণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি MPA এর গেজেট নোটিফিকেশন রুলস অফ বিজনেস অনুযায়ী করা না হয়ে থাকলে রুলস অফ বিজনেস অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী ২০১৪ সালে সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড এলাকায় MPA ঘোষণা করা হয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব বলেন, সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড এলাকায় ১৯৭৩ সালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে MPA ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক MPA ঘোষণা করা সমীচীন।

৩. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব সভাকে অবহিত করেন বঙ্গোপসাগরে উদ্ভূত ডেড জোন এর স্থান, বিস্তৃতি এবং অক্সিজেন/নাইট্রোজেন এর পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "A study on possible expansion of oxygen Minimum Zone (Dead Zone) in the Bay of Bengal" শীর্ষক একটি প্রকল্পের ধারণাপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অর্থায়নের জন্য Indian Ocean Rim Association (IORA) এর নিকট সহায়তা চাওয়া হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর হতে IORA এর ফরমেট অনুসারে দুটি প্রকল্প দাখিল করা হয়েছে। যথাশীঘ্র মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্প প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হবে।

৪. সমুদ্রে মৎস্য আহরণ প্রসঙ্গে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, Sustainable Coastal Marine Fisheries শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে Vessel Traffic Management System (VTMS) এর সাহায্যে সমুদ্রে মাছ ধরার নৌকা সমূহকে সনাক্ত করা সম্ভব হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, আগামী

এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে সকল ভেসেলে VTMS ও Automatic Identification System (AIS) স্থাপন করা হবে।

৫. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব সভাকে আরো জানান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে "গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণের পাইলট প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। তিনি প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ও অর্থ সচিবকে ধন্যবাদ জানান। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জাহাজ সংগ্রহ করে যদি গভীর সমুদ্রে পেলাজিক মাছ সংগ্রহ করা যায় তাহলে বেসরকারি খাত উৎসাহিত হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৬. "The Hong Kong International Convention (HKC) for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009" এর শর্ত প্রতিপালন ও বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে শিল্প সচিব জানান যে, HKC এর মূল উদ্দেশ্য হলো জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ করা এবং শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। HKC এর নিয়ম অনুসারে যে দেশ আইন কার্যকর করবে সে দেশকে পাঁচ বছরের মধ্যে HKC এর সকল প্রক্রিয়াগুলো কার্যকর করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, তিনটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে Safety Agency নিয়োগ করা হয়েছে। এই তিনটি Agency বর্তমানে শিল্প শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ করছে।

৭. এ পর্যায়ে মেরিটাইম এ্যাফেয়ার্স ইউনিট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সভাকে জানান ব্লু ইকোনমি সেক্টরের উন্নয়নে ইতোমধ্যে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যা সরকারের অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্চনীয়। তিনি সভায় বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণের বিভিন্ন দিক এবং মেরিকালচার এর সম্ভাবনা বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন। মাছ ধরা ট্রলার ট্রেকিং এর জন্য তিনি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ব্যবহার করার বিষয়েও আলোকপাত করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কু ও কে ব্রান্ডের হলেও এল ব্রান্ডের সিগনালও এতে ব্যবহার করা যেতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

৮. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আরো জানান, তার মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে সীউইড চাষ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সীউইড চাষ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাত করণসহ সকল ক্ষেত্রে চাষীদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। পরবর্তীতে সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় পানগাঁও টার্মিনালের গুরুত্ব তুলে ধরে এ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সভাকে অবহিত করেন। সিলভার ডিসকোভারি নামক সী ক্রুজ জাহাজটি মহেশখালী এলাকায় প্রতি বছর আসলেও বৈশ্বিক কোভিড এর কারণে এ বছর না আসায় যাতে পরবর্তী বছর হতে এ সী ক্রুজ নিয়মিত পরিচালনা করা হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। সভাপতি সমুদ্রে তেল, গ্যাস অনুসন্ধানের বিষয়ে হাল নাগাদ তথ্য জানতে চাইলে চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান ২৬টি ব্লকের মধ্যে ২২টি ব্লকে অনুসন্ধান চালানোর জন্য গত মার্চ, ২০২০ এ চুক্তি করা হয়েছে। তবে বৈশ্বিক কোভিড এর কারণে এ কার্যক্রম স্থবির হয়ে আছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সাথে বিশেষ করে দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

৯. এ পর্যায়ে সভাপতি উন্মুক্ত আলোচনার আহবান জানালে ব্লু ইকোনমি সেলের অতিরিক্ত সচিব সেলের কার্যক্রম সম্পর্কে সভাকে জানান, Study for assessment of Blue Carbon Sequestration and Updating of Marine Spatial Planning (MSP) with National Marine Spatial Database Development সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের প্রাথমিক কার্যক্রম চলছে। গত ০৫-১১-২০২০ তারিখে উক্ত প্রকল্পের উপর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধু সুনীল অর্থনীতি ফান্ড গঠন বিষয়ে একটি খসড়া ধারণাপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০. অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
১	Rio Convention এর অনুসমর্থনকারী দেশ হিসেবে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে Marine Protected Area (MPA) ১০ শতাংশ স্থির রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ নিজেদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে রুলস অব বিজনেস অনুসারে বঙ্গোপসাগরে MPA ঘোষণা করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
২	জাহাজ নির্মাণ/ব্রেকিং ও রিসাইক্লিং শিল্প পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রাপ্তির বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ পরিবেশ অধিদপ্তর
৩	০১ জানুয়ারি ২০২১ হতে দুইমাস ব্যাপী ৪০ মিটারের মধ্যে স্টিল বডি ট্রলারের সাহায্যে সমুদ্রে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন এর সহযোগিতা নিয়ে ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/জননিরাপত্তা বিভাগ/ বাংলাদেশ নৌবাহিনী/ বাংলাদেশ কোস্টগার্ড/সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন
৪	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়/সহযোগিতার মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় মাছ ধরা ট্রলার/বোটের রেজিস্ট্রেশন, অবৈধ মৎস্য আহরণ প্রতিহত করার নিমিত্ত ফিশিং বোটের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করণসহ সকল মাছ ধরা জাহাজ/ট্রলারে Vessel Traffic Management System (VTMS) এবং Automatic Identification System (AIS) স্থাপন করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ নৌবাহিনী/বাংলাদেশ কোস্টগার্ড
৫	বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী এলাকায় মেরিকালচারের উপযোগী স্থান ও প্রজাতি নির্ধারণে স্টাডি পরিচালনাসহ গবেষণার বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/মৎস্য অধিদপ্তর
৬	দেশের সমুদ্রাঞ্চলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জরিপ ও অনুসন্ধান কূপ খননসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৭	বঙ্গোপসাগরে উদ্ভূত ডেড জোন এর স্থান বিস্তৃতি এবং অক্সিজেন/নাইট্রোজেন এর পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রকল্পের ধারণাপত্র প্রস্তুতপূর্বক যথাশীঘ্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে Indian Ocean Rim Association (IORA) এ প্রেরণের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৮	কন্টেইনার পরিবহনকারী জাহাজ চলাচলের জন্য নৌ পথের নাব্যতা বজায় রাখাসহ বাণিজ্যিক নৌ পরিবহন দ্বারা সমুদ্র ব্যবহারের সর্বাধিক সুফল পেতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৯	পর্যটনের বিকাশ সাধনে সমুদ্র ভ্রমণে বঙ্গোপসাগরে সিলভার ডিসকোভারিসহ অন্যান্য সী ক্রুজ নিয়মিত পরিচালনা, বাংলাদেশের অর্জিত জলসীমার উপর FIR (Flight Information Region) বর্ধিতকরণসহ এ সংশ্লিষ্ট সার্ভিস প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

১১. আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২০/১২/২০২০
(ড. আহমদ কায়কাউস)
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব